উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

■ বর্ষ ১১ ■ সংখ্যা ১ ■ জানুয়ারী-মার্চ ২০১২

ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ জেলা শিল্পকলা একাডেমী চট্টগ্রাম মিলনায়তনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের নেতৃত্বে সাব-পার্টনার ওয়াচ ও ইলমার সমন্বয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় Nest-for the children at risk প্রকল্পের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রতিযোগিতায় ৭টি ইভেন্টসে ৩০টি সেন্টারে ২টি গ্রুপের ১৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকারকারী ৪২০ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, ডা. আফছারুল আমিন বলেন– চট্টগ্রাম শহরে কর্মজীবি ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, আর যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উপানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের জন্য সরকার ও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিনা মূল্যে বই নিশ্চিত করা হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি প্রতিটি স্কুলে মা সমাবেশ করার মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার আহবান জানান। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ১৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন, ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেন, ১৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এফ কবির মানিক, প্রাথমিক শিক্ষা চট্টগ্রাম বিভাগের উপ-পরিচালক শাহ সুফি মোহাম্মদ আলী রেজা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঘাসফুলের নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিলকিস আরা বেগম, ইলামার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা নূর-ই আকবর চৌধুরী, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমা, প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও এডুকেটরগণ।

ঘাসফুলে রেমিটেন্স কার্যক্রম'র যাত্রা শুরু

ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে আইপে এর কারিগরি সহযোগিতায় ঘাসফুল রেমিটেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিকভাবে নওগাঁ সদর শাখা, ফেনী সদর শাখা, পতেঙ্গা শাখা, অক্সিজেন শাখা ও মাদারবাড়ি শাখায় ঘাসফুল রেমিটেন্স কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। বর্তমানে উপরোক্ত শাখা সমূহ থেকে স্থানীয় জনসাধারণ এবং ঘাসফুল'র উপকারভোগী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টাকা-পয়সা লেনদেন করতে সক্ষম হবেন। উল্লেখ্য যে, গত ১২ অক্টোবর ২০১১ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির মাধ্যমে ঘাসফুল দেশাভ্যন্তরে রেমিটেন্স কার্যক্রম শুরু করেছে।

ইস্পাহানি গ্রুপের সহায়তায় নওগাঁ জেলায় "ঘাসফুল-এর দু'টি ভিশন সেন্টার"-এর কার্যক্রম শুরু

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর ও সাপাহার উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১২ মার্চ ২০১২ ইং রোজ সোমবার ঘাসফুল নিয়ামতপুর ও সাপাহার শাখায় দুইটি ভিশন সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। ইস্পাহানি গ্রুপের সহযোগিতায় ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল নওগাঁ এর পরিচালনায় ও ঘাসফুলের উদ্যোগে এই ভিশন সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঘাসফুল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ও নিয়ামতপুর উপজেলার সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো. এনামুল হক। তিনি ঘাসফুলের কর্মতৎপরতা ও এলাকায় এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং ভিশন সেন্টারর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডা. শহীদুল ইসলাম এবং নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বক্তব্য রাখেন এস,আই নাইমুল। এছাড়া এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সর্বস্তরের মানুষ ভিশন সেন্টার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাপাহার উপজেলায় অপর ভিশন সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন সাপাহার উপজেলার সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. শহিদুল আলম চৌধুরী। ঘাসফুল-এর প্রধান নির্বাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জনাব আলহাজ্ব মো: শহিদুল আলম চৌধুরী ঘাসফুলের কর্মতৎপরতার মধ্যে সামাজিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এবং ভিশন সেন্টারের সফলতা কামনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব ডা. বিভাষ চন্দ্র মানি, তিনি ঘাসফুলকে ভিশন সেন্টার উদ্বোধনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে সার্বিক সহযোগিতা করার ঘোষণা দেন। *(বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠা)*

ঘাসফুল কোলাগাঁও স্কুলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইং তারিখে ঘাসফুল পরিচালিত ঘাসফুল কোলাগাঁও স্কুলে ৫ম শ্রেণির ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ৫ম শ্রেণির ৫টি ও ১ম শ্রেণির ৮টি ইএসপি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিকাশের লক্ষ্যে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ক্যাম্পেইন এ ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আলোচনা ও সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। ঘাসফুল এসডিপি বিভাগের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমার উপস্থিতিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন পি ডি সেলিনা আকতার। এছাড়াও ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জেবুন্নেসা ও স্বাস্থ্য সহকারী শিখা বড়ুয়া উপস্থিত ছিলেন। মূলত ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাধারণ রোগ সম্পর্কে সচেতন ও বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস'২০১২ উদযাপন

"যতদিন বাঁচবো, যক্ষাকে রুখবো"– এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় গত ২৫শে মার্চ চট্টগ্রামেও পালিত হল বিশ্ব যক্ষা দিবস। চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস, ঘাসফুল এবং অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব যক্ষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ৯.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে থেকে বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। বেলুন উড়িয়ে র‍্যালী উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন ডা. আবু তৈয়ব ও চট্টগ্রাম স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. শেখ শাহাব উদ্দিন আহমেদ। র‍্যালীটি নগরীর থিয়েটার ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। র‍্যালী পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. শেখ শাহাব উদ্দিন। সিভিল সার্জন ডা. আবু তৈয়ব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যক্ষা রোগ ও এর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করতে হবে। সামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এর সুফল মিলবে। র‍্যালী ও আলোচনা সভায় ঘাসফুল এস ডিপি'র সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জেবুন্নেসা, শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী ও ২৯ নং ওয়ার্ড এর ঘাসফুল এডোলেসেন্ট সেন্টারের সহায়িকা ও কিশোর কিশোরীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব

চট্টগ্রাম কিন্ডার গার্টেন এন্ড স্কুল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত বৃত্তি পরীক্ষা ২০১১ এডুকেয়ার কেজি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আহজাবিন ইসলামের বৃত্তি লাভ।

ঘাসফুলের উদ্যোগে ২০ তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত

বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুকে পোলিও মুক্ত রেখে সুস্থ সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সারা দেশ ব্যাপী ২০ তম জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়। সরকার ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় ৭ জানুয়ারি, ১ম রাউন্ড ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২য় রাউন্ড ঘাসফুলের উদ্যোগ কর্মএলাকায় ৬টি কেন্দ্রে উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১ম রাউন্ডে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের পোলিও টিকা ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের কে ভিটামিন 'এ লাল" ক্যাপসুল, ৬-১১ মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন 'এ নীল" ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এবং ২য় রাউন্ডে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে পোলিও টিকা এবং ২-৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে একটি করে কৃমি নাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ১ম রাউন্ডে ৩ হাজার ৭৬ জন শিশুকে পোলিও টিকা, ২ হাজার ৫শত ৪০ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ লাল' ক্যাপসুল এবং ৬-১১ মাস বয়সী ৯ শত শিশুকে ভিটামিন 'এ নীল' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ২য় রাউন্ডে ৩ হাজার ১শত ৪৯ জন শিশুকে পোলিও টিকা এবং ২ হাজার ৫ শত ১৬ জন শিশুকে ১টি করে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডা. উম্মে কুলসুম ও ডা. মো. রিদওয়ান পশ্চিম মাদার বাড়ী ঘাসফুল ক্লিনিকে ঘাসফুল পরিচালিত টিকা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী ধাত্রী ও নার্সবৃন্দ এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের মাঝেই মূলত ঘাসফুলের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এডোলেসেন্ট সেন্টারের কার্যক্রম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘাসফুল এ্যাডোলেসেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিরাজমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘাসফুল ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা সভা এবং মাসিক নিয়মিত সভা আয়োজন করে। জানুয়ারী-মার্চ ২০১২ এই ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যৌন নিপীড়ন, নারী ও শিশু পাচার, নিরাপদ পানি, নারী পুরুষ সমতা, বয়ঃসন্ধিকালের ধারণা ও পরিবর্তন সমূহ, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, জন্ম নিবন্ধন, বহু বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ৬টি ইস্যুভিত্তিক এবং ৩টি মাসিক মিটিং ১৫ ও ২৯ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে স্থানীয় সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া ঘাসফুল অ্যাডোলেসেন্ট সেন্টার শিশু আনন্দমেলা প্রতিযোগিতা, নারী দিবস, বইমেলা, যক্ষা দিবস ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য উভয় সেন্টারের বিগত বছরের কার্যক্রম নিয়ে অভিভাবক আলোচনা সভা গত ২৯শে মার্চ ২০১২ তারিখে ১৫নং ওয়ার্ডের সভা মতিঝর্না এ্যাডোলেসেন্ট সেন্টার কার্যালয়ে এবং ২৯নং ওয়ার্ডের সভা গণকল্যান এ্যাডোলেসেন্ট সেন্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠত হয়।

সম্পাদকীয়

সুপেয় পানির সংকটে নিমজ্জিত জন-জীবন

পানির অধিকারের দাবী উদ্বুদ্ধ হয়েছে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র থেকে। পানি সম্পদের সর্বাধিক গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক ৪৭তম অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পর ১৯৯৩ সাল থেকে পানি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পানির অধিকার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। চলতি বছর বিশ্ব পানি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে– "পানি এবং খাদ্য নিরাপত্তা"। যদি বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করি তাহলে আমরা শঙ্কিত হই সুপেয় পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে। সুপেয় পানির জলাধার সমূহ আজ দূষণের কবলে। সুপেয় পানির এই সংকট আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। সুপেয় পানির এই সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। আবার গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে প্রায় ৮০ শতাংশ পানি সেচকাজে ব্যয় হয়। পানির চাহিদা মেটাতে কৃষকরা গভীর-অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌছার চেষ্টা করছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের প্রায় পাঁচ লাখ হেক্টর জমির আবাদ সেচ সংকটে পড়ার আশংকা রয়েছে। সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে আজ খাবার পনি হিসাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি দুঃস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে গত কয়েক দশকে নগরায়ন বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এ নগরায়নের চাহিদা মেটানোর জন্য পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের বহু জায়গায় ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণকরা হচ্ছে। দেশের ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভ যেহারে কমে আসছে তাতে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ পানিও দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠবে।

মানুষের সহজলভ্য ব্যবহার উপযোগী নদী ও পুকুরের পানি মাত্র ০.০৫% এর মত। এই স্বল্প পরিমাণ পানি দূষণের জন্য মানুষের কর্মকাণ্ড সবচেয়ে বেশি দায়ী। পৃথিবীর সর্বত্র কীটনাশক, সার, ঔষধ ইত্যাদি পরিপূরক হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে প্রায় ৭০ হাজার প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ। সমকালীন বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যায়– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রীর অপরিকল্পিত ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা ও দূষণ, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি বাংলাদেশের পানি দূষণের অন্যতম কারণ। সারাবিশ্বে পানি দূষণের আরেকটি কারণ তেল, প্রতিবছর প্রায় ২৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল সাগরে গিয়ে পড়ে। যার ফল খুব ভয়ঙ্কর। নিরাপদ পানি নিশ্চিত করণে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্সেনিক সমস্যা, বাংলাদেশের শতকরা ১২ দশমিক ৬ ভাগ বসতবাড়ির প্রায় ২ কোটি মানুষ সরকারের নির্ধারিত লিটার প্রতি ৫০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক মাত্রার চেয়ে বেশী আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে। আর্সেনিকের কারণে বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাচ্ছে। ঢাকার হাজারিবাগে ২৫ হেক্টর জমিতে নির্মিত ২৭৭টি ট্যানারির মধ্যে মাত্র ০২টির বর্জ্য শোধনাগার আছে। নানা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পে, সব চলে যাচ্ছে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ সহ অন্যান্য নদীতে। মিলিত হচ্ছে সমুদ্রে, দুনিয়ার সবচেয়ে Common substance পানি সম্পদের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে দ্রুত গতিতে। বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মানব সৃষ্ট কারণে এই অমূল্য সম্পদ আজ দুষণ ভয়াবহতায় নিমজ্জিত। ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির দু'টি উৎসই আজ প্রচন্ড হুমকির মুখে। "পানি মানুষের মৌলিক অধিকার। কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দ্রব্য নয়।" এই সাধারণ বাক্যাংশটুকু অন্তরে ধারণ করে রাষ্ট্র তথা সরকার এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। মূলতঃ বিনামূল্যে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, পানি বাণিজ্যিকীকরণকে বে আইনী ঘোষণা, পানির অপব্যবহার অপচয় রোধকল্পে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং পাশাপাশি গণসচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সর্বোপরি মৌলিক মানবাধিকারের আইনগত এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি বাংলাদেশ তথা মাতৃভূমিকে নতুন সকাল, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী ফিরিয়ে দেবে নব আঙ্গীকে নতুন প্রজন্মের মাঝে।

শিক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ

* পটিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে ঘাসফুল পটিয়া উপজেলায় পরিচালিত ৫ম শ্রেণির ১৫০ শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে সরকারি বই সংগ্রহ করেছে।

* গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অফিসে কাউন্সিলর এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘাসফুল **NFPE** স্কুলের জন্য অনুদান হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করেন। অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তিরা হচ্ছেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শহিদুল ইসলাম টুলু, কদমতলী বাইতুল জান্নাত মহল্লার মূখ্য সর্দার হাজী শওকত আলী, কদমতলী মহল্লার স্থায়ী বাসিন্দা জনাব ইসকান্দর। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত থেকে শিক্ষা সামগ্রী গ্রহন করেন এসডিপি বিভাগের সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান বানু লিমা, শিক্ষা অফিসার আলো চক্রবর্ত্তী এবং এন,এফ,পিই স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ। ঘাসফুল প্রতিনিধি গন অনুদান দাতাদের স্বাগত জানান এবং এ ধরনের উদ্যোগকে আরো ত্বরান্বিত করে অসহায় ও দুস্থ শিশুদের পড়াশুনায় সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত শিক্ষা সামগ্রীসমূহ পরবর্তীতে স্কুল শিক্ষিকাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়।

শিশু আনন্দ মেলা '১২

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে ১-৩'মার্চ ২০১২ ইং তিন দিন ব্যাপী শিশু আনন্দ মেলা উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ১ মার্চ বৃহস্পতিবার ২০১২ শিশু একাডেমিতে শিশু আনন্দ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মো. সিরাজুল হক খান, মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম। জনাব মো. ফয়েজ আহাম্মদ, জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাল্গুনী হামিদ, পরিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জি.এম. আবদুস সালাম, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম। তিন দিন ব্যাপী শিশু আনন্দ মেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্টল প্রদর্শন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। ঘাসফুল ষ্টল ক্যাটাগরিতে ২য় এবং এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অর্জন করেন। উভয় ক্ষেত্রে পুরস্কার গ্রহণ করেন আলো চক্রবর্তী ও তমালী দাশ। ঘাসফুল নেস্ট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের শ্রমজীবি শিশুরাও অংশগ্রহণকরে প্রাণের আনন্দে মেতে উঠেন। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার আয়োজকদের সাধুবাদ এবং ভবিষ্যতে আয়োজনের প্রয়োজনীতা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন জনাব মো. আবুল হাছনাত হুমায়ুন কবির (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম) এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিলকিস আরা বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

উপ-সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বিপদাপন্নতা

সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ এবং এতদসংক্রান্ত বৈশ্বিক তৎপরতা আমাদেরকে ভাবিত করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা বিপদাপন্ন। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে ইতিমধ্যে মানুষের ভোগান্তি এবং উন্নয়ন ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সন হতে ২০০০ সনের মধ্যে, ৯৩টি বড় দুর্যোগ বাংলাদেশে রেকর্ড করা হয়েছে। যার কারণে ২ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ মারা গেছে। এবং ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কৃষি এবং অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিবেশগত আপদ যেমন বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো, **Strom surge, Tidal bore** ইত্যাদি বাংলাদেশে নতুন নয়। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তার চেয়েও অধিক ভয়াবহ বিপদ **(Adverse impacts)** অপেক্ষা করছে। বিশেষ করে **Low lying coastline and flood plain** অঞ্চলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও লক্ষণসমূহ যদি বিবেচনা করি তবে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফলাফলের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। কোন একটি পৃথক ঘটনাকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনশীল, সেহেতু কোন একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের দীর্ঘ সময় ব্যাপী জলবায়ু পর্যবেক্ষণ না হলে জলবায়ুর সঠিক প্রবণতা নিরূপন সম্ভব নয়। তবে যাইহোক, **IPCC (Inter Governmental Panel for Climate Change)**র রিপোর্ট প্রকাশের ২০০১-২০০৭ এর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন বিষয়ে জানার নিশ্চয়তার মাত্রা আগের তুলনায় বর্তমানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের সাথেই ভবিষ্যদ্বানী করা যায়। এই ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক স্তরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য চরমভাবাপন্ন অবস্থা। আর এই সব ভবিষ্যদ্বানী এবং অনেক আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুকি ও বিপদাপন্নতার দিকেই বিশেষভাবে ইঙ্গিত বহন করে।

বাংলাদেশের জলবায়ুতে আজকের পরিবর্তন সমূহ যদি খুঁজি তবে দেখা যায় বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনকে লক্ষ্য করা যায়। উজান অঞ্চলের বৃক্ষ নিধন হচ্ছে সম্প্রতিক কালে বারবার সংঘটিত বন্যার প্রধান কারণ। আবার এই বন্যার ক্ষতির প্রভাব ক্রমশ ভয়াবহ হয়েছে, কারণ বৃষ্টি পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় উল্লেখ করেছেন যে স্থানীয় অনেক প্রজাতির মাছের সহজলভ্যতা হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হচ্ছে নদীগর্ভ ভরাট হওয়া, তাপমাত্রার পরিবর্তন এবং প্রাক বন্যা। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দিনমজুর, স্থানান্তর হওয়া এবং চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত উল্লেখযোগ্য প্রভাব সমূহ হচ্ছে–

* পানি স্বল্পতা এবং নিম্নমানের পানির কারণ হিসেবে দ্রুত শহরায়ন এবং শিল্পায়নকে দায়ী করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অনুসঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশ সহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে এবং ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে।
* গত পঞ্চাশ বছরে উপকূলবর্তী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের (গরান বা স্রোতজ) ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। প্রধানতঃ এ ক্ষতির কারণ হচ্ছে মানব কার্যক্রম তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লবণাক্ততা বৃদ্ধিও এর জন্য দায়ী।
* খরা এবং অনাবৃষ্টি জলাভূমি হ্রাস করেছে এবং ইকোসিস্টেমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।
* ডায়রিয়া এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগ যেমন, কলেরা, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষভাবে তীব্র বন্যা, অতিবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির সময় যখন নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাসনের ব্যবস্থা থাকেনা।

আগামী দিনের জলবায়ু এবং ঝুঁকি

আঞ্চলিক জলবায়ু মডেলকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে।

(বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)

এক নজরে ঘাসফুল মাইম প্রকল্প মার্চ ২০১২ পর্যন্ত

কার্যক্রম	অর্জন
শাখার সংখ্যা	২১ টি
বীমা সংগঠক	১৭ জন
সদস্য ভর্তি	৭৫৫৫জন
সদস্য প্রশিক্ষণ	৩৭২৩জন
প্রিমিয়াম কালেকশন	১,০২,৯৩,৪০০ টাকা
বীমা দাবী পরিশোধ	২৭,২৮০ টাকা

স্বাধীনতা দিবসে ঘাসফুল

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ পুরো বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্মরনীয় দিন। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার এই দিনটিকে বাঙালি জাতি আজো গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বভরে স্মরণ করে। স্বাধীনতার ৪১তম বার্ষিকীতে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও ব্যাপক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনর উদ্যোক্তা মহান স্বাধীনতা দিবস' ১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম.এ. আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ, কুচকাওয়াজ এবং ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার সিরাজুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহমেদ ও পুলিশ কমিশনার আবুল কাশেম এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোরেরা স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহরে সমাবেশ স্থলে এসে উপস্থিত হয়। শিশু কিশোরদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করেন। ঘাসফুল শিক্ষা কার্যক্রমের ৩১ জন শিক্ষার্থী কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে।

(১ম পৃষ্ঠার পর) **ভিশন সেন্টার :** উভয় ভিশন সেন্টার উদ্বোধন কালে ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের পক্ষে তাদের কার্যক্রমের বিষয়াদি তুলে ধরেন ইসলামিয়া আই হসপিটাল ও এম.এ. ইস্পাহানি ইন্সটিটিউট অব থ্যামোলজি এর ম্যানেজম্যান্ট কনসালটেন্ট ডা. মো. আলমগীর হোসেন ও কনসালটেন্ট ডা. নাজমুস সাকিব। ভিশন সেন্টার উদ্বোধন পরবর্তী সময়ে নিয়ামতপুর ও সাপাহারে দুটি চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মোট ৯৩৩ জনকে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং ৬০ জনকে স্বল্প মূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। এই ভিশন সেন্টারে প্রতি শনিবার ও বুধবার ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতালের পক্ষে নিয়মিত একজন চক্ষু চিকিৎসক রোগী দেখবেন এবং প্রতি মাসে একটি আইক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য যে, ORBIS International এর সহায়তায় ইস্পাহানি ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল নওগাঁয় ৩০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু হাসপাতাল চালু করে। তারই অংশ হিসেবে গত ১০ মার্চ ২০১২ইং তারিখে ইস্পাহানি ইসলামীয়া আই ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সাথে ভিশন সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঘাসফুলের সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৪পৃষ্ঠার পর) **জলবায়ু পরিবর্তন :** এইগুলি ইঙ্গিত দেয় এশিয়া জুড়েই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ এশিয়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারকে বিংশ শতাব্দীর তাপমাত্রার চেয়ে দ্রুত গতিতে ধাবমান দেখানো হয়েছে যা বিশ্বে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির চেয়েও বেশী। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন ৮ শতাংশ এবং গমের উৎপাদন ৩২ শতাংশ কমে যেতে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে Coastal belt-এ ভূ উপরিভাগের ব্যাপক এলাকার পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে। এ ছাড়া ভূ-তলদেশের পানিও (Ground water) লবণাক্ত হয়ে যাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হারিয়ে যাবে অনেক জমি। আনুমানিক ১০০০ বর্গ কিলোমিটার আবাদী জমি এবং সামুদ্রিক উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জমি Salt Marsh এ পরিণত হবে। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নীচু জমিতে বসবাস করে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যায় আক্রান্ত হবে। IPCC (Inter Governmental Panel for Climate Changte) দক্ষিণ এশিয়া কে এশিয়ার সকল অঞ্চলের অনুপাতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়বে কৃষি কার্যে, খাদ্য নিরাপত্তায়, উপকূলবর্তী অঞ্চলে, জীববৈচিত্র্য, ইকোসিস্টেম এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর।

বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

* বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ভৌগলিক অবস্থান এবং **Geo-morphological** অবস্থা বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ২টি ভিন্ন পরিবেশ (Interface of two different environments) এর মধ্যে অবস্থিত। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে হিমালয়। আর এই অবস্থানগত কারণে আমরা আমাদের কৃষির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত এবং এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও সম্মুখীন হই। বাংলাদেশ নীচু এবং সমতল ভূমি।

অর্থনৈতিক প্রোফাইল ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান খুবই নীচুতে। যেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জিডিপি আসে কৃষি খাত থেকে, সেখানে এই কৃষি খাতই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ খুবই জন ঘনত্বপূর্ণ দেশ। এখানে ১৫ কোটিরও অধিক লোক বাস করে। তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক বাস করে গ্রামে। জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে দেয়। কারণ অধিক লোক অল্প জায়গায় বাস করে ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং স্থানান্তর করার জায়গা সীমিত। দারিদ্রতার মধ্যে বাস করে এমন এক তৃতীয়াংশ জনগণ যারা বাস করে গ্রামে, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কিংবা শহরের বস্তিগুলোতে।

সামাজিক অবস্থা ঃ বাংলাদেশে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর আয় ব্যয় জীবিকায়ন এখনো কৃষির উপর নির্ভরশীল। কোস্টাল এলাকায় কিছু অঞ্চলে বছরব্যাপী সুপেয় পানীয় জলের নিরাপত্তাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া দেশের বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান। আগামীর বিশ্বকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য জাতিকে শিক্ষিত করা এবং চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্যও দেশকে ভাবতে হচ্ছে। কর্মক্ষম ৪০ শতাংশ মানুষ বেকার, জীবিকায়নের বিকল্প পথগুলো ঝাপসা, এবং আয়ের বিকল্প উপায়সমূহ সীমিত। নগরায়নের হার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা এবং অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে বিগত কয়েক দশক হতে নাগরিক সুবিধাদির সংকট এবং অবকাঠামোর অসম উন্নয়ন হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো গ্রামে আয়ের অভাব এবং এর সাথে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ, বাড়িঘর ও সহায় সম্পত্তির ক্ষতি হওয়া। বাংলাদেশে প্রতি বছর নদীতে স্থায়ীভাবে বাড়িঘর হারিয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা সম্ভবত বেশী। এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, বড় বড় শহরের বস্তিগুলোতে যে সব লোক বাস করে তাদের বেশির ভাগ লোকই নদী ভাঙ্গণের শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের এসব নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে উন্নয়নের উপর। আগামী দিনগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত যে চ্যালেঞ্জসমূহ আসছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা প্রাথমিক এবং জরুরীভাবে প্রয়োজন। বস্তুতঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে বা সমৃদ্ধ হবে আমরা সেভাবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে এবং দুর্যোগে সাড়া দিতে পারব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

কর্মক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ জার্মান নেত্রী ক্লারা জেৎকিন নারী দিবস পালনের যে আহবান জানিয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে গত ৮ মার্চ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "কিশোরী বালিকা তরুণী মিলাও হাত গড়ে তোল সমৃদ্ধ ভবিষ্যত" মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের যৌথ উদ্যোগে ৮ মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমী থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাছিনা মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যান জাতীয় মহিলা সংস্থা চট্টগ্রাম। ঘাসফুল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্যবৃন্দ র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী,

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) চট্টগ্রাম। আরও উপস্থিত ছিলেন মহিলা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অঞ্জনা ভট্টাচার্য। বক্তারা সকলেই নারী উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষায় সচেতনতা এবং জনমত গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
* ক্লিনিকেল সেবা	১৭৯০ জন রোগীকে ২৩টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৪২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশনের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে।
* টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৭২জন, এর মধ্যে মহিলা ১৮১জন এবং শিশু ৪৯১জন।
* পরিবার পরিকল্পনা	মোট পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩৫৩৭জন, এদের মধ্যে পিল ১৩৫০, কনডম ১৭৭৯জন, ইনজেকশন ৩৯৩ জন, কপারটি ৯জন, নরপ্ল্যান ৩জন ও লাইগেশন ৩ জন।
* নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুল কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১২০জন নবজাতক শিশু পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ছেলে শিশু ৬৯ ও মেয়ে শিশু ৫১ জন।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে মৃত সদস্যের পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির বিপরীতে ঋণ স্থিতির সমুদয় অর্থ মওকুফ করে দেয়া হয়। গত তিন

মাসে (জানুয়ারী মার্চ ২০১২) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মোট ২৪ জন উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত ব্যক্তির বিপরীতে ঋণস্থিতির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ আশি হাজার দুই শত উননব্বই টাকা। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মাদারবাড়ি ২নং শাখার ৩ জন, মাদারবাড়ি ৩ নং শাখার ১ জন, পটিয়া সদর শাখার ১ জন, হালিশহর শাখার ১ জন, কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার ১ জন, আনোয়ারা শাখার ১ জন, ফেনী সদর শাখার ৪ জন, নওগাঁ সদর শাখার ১ জন এবং সতীহাট শাখার ১ জন। মৃত ব্যক্তিদের বিপরীতে ঋণস্থিতির পুরো অর্থ ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের সমুদয় অর্থ কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়াই তাঁদের মনোনীত নমিনী বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

জীবনের নতুন স্বপ্ন বোনায় ব্যস্ত সাজিয়া বেগম

এক আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের প্রতীক সাজিয়া বেগম। স্বামী সুলতান মিয়ার হাত ধরে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নবুনে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান ১৯৯৬ সালের কোন এক দিন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার বুগির গ্রামের একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু বিক্রি করে ২ ছেলে ও ২ মেয়েকে নিয়ে আশ্রয় নেয় চট্টগ্রামে। দুরতম আত্মীয় ও প্রতিবেশীর সহযোগিতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় চট্টগ্রামের ধনিয়ালা পাড়াস্থ সুপারিপাড়ার ঠোঙা কলোনীতে।

দিনমজুর স্বামীর সীমিত আয়ের সংসারে ৪ সন্তানকে নিয়ে কোন রকমে দিনাতিপাত করছিলেন সাজিয়া বেগম। সংসারে বাড়তি আয়ের যোগান দিতে সাজিয়াও বেছে নেয় জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার, তারই প্রেরণায় প্রতিবেশীর দেখাদেখিতে নিজেও শিখতে থাকেন ঠোঙা তৈরীর কাজ। সংসারের টানাপোড়েন ও অভাব তাকে নিয়তই মুখোমুখি করেছে বঞ্চনার যেখানে সে বঞ্চিত হচ্ছিল নুন্যতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে এবং সন্তানদেরকে শিক্ষাদান করাটা ছিল নিতান্ত প্রহসন মাত্র। ৮ম শ্রেণীর পাঠ চুকিয়ে বড় ছেলেকে ইতি টানতে হয়েছে পড়াশুনার। বড় মেয়েটিকেও পড়াশুনা করাতে পারেননি অর্থাভাবে"। ঘাসফুলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ঠোঙা কলোনীর একজন উদ্বাস্তু হিসেবে যার দিন কাটতো তার সম্পদ হিসেবে ছিল শুধুই তার মনোবল এবং নিষ্ঠা। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পাত্তির হিসাব মিলানো ছিল তার কাছে কল্পনা প্রসূত। কোনমতে খেয়েপরে বেঁচে ছিলেন মাত্র। এত কষ্টের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতেন স্বচ্ছল সুন্দর একটি সুখী পরিবারের। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার।

১৯৯৮ সালের কোন একদিন দেখল তার প্রতিবেশীর এক ঘরে কিছু মহিলা জড়ো হয়ে টাকা লেনদেন করছে। কৌতুহলোদ্দীপক সাজিয়া এর কিনারা বের করতে জানলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে। পরবর্তীতে স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নিজের অর্জিত জ্ঞান (ঠোঙা বানানো) কাজে লাগিয়ে সংসারের হাল ধরার প্রত্যয়ে ১৯/০৭/১৯৯৮ সালে ঘাসফুলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্যপদ লাভ করেন। নগর ক্ষুদ্রঋণের আওতায় সাজিয়া বেগম প্রথম দফায় ৫,০০০/- ঋণ গ্রহণ করে ঠোঙা বানানোর ব্যবসা শুরু করেন। নগদ টাকার কাঁচামাল কিনে বিভিন্ন মুদি দোকানে তৈরী ঠোঙা সরবরাহ করেন। এভাবে ২য় দফায় ১০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার পুঁজি বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াতে থাকেন। এবং তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সাজিয়া বেগম ১৪ তম দফায় ৫০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করে নিজ পরিমণ্ডলে এক সফল ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে তার গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ৪,২০,০০০/-।

গৃহীত ক্ষুদ্রঋণ ঠোঙা তৈরীর কাজে ব্যবহার করে ব্যবসা সম্প্রসারণের ফলে তার স্বামীও এই পেশায় আকৃষ্ট হয়। তার স্বামী দিন মজুরের কাজ থেকে ফিরে এসে স্বতপ্রণোদিত হয়ে শুরু করেন ঠোঙার ব্যবসা। ধীরে ধীরে সাজিয়া বেগমের সাথে থেকে নিজেকেও একজন দক্ষ ঠোঙা তৈরীর কারিগর হিসেবে গড়ে তোলেন। দু'জনের সম্মিলিত প্রয়াসে তাদের জীবনে আসতে থাকে পরিবর্তন। ঠোঙা সরবরাহের কাজে স্বামী তাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করে যাচ্ছেন। ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, সঠিক সময়ে ঠোঙ্গা সরবরাহ করা, বাজারে চাহিদার পরিমাণ জানা, ঠোঙা তৈরীর সংখ্যা নির্ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সাজিয়া বেগমকে তিনি নিরন্তর সাহায্য করে যাচ্ছেন।

সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় তার বড় ছেলেকে মোটর ওয়ার্কশপে কাজ শিখিয়েছেন এবং দক্ষ শ্রমিক হিসেবে ওয়ার্কশপে কর্মরত আছেন। আর ছোট ছেলেকে শুরু থেকেই নিজের কাছে নিবিড় পরিচর্যায় রেখে পড়াশুনা করিয়েছেন। যার ফলে তার ছোট ছেলে ২০১০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে এবং বর্তমানে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। ব্যবসায় আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ থেকে সঞ্চয় হিসেবে জমা করে বর্তমানে গ্রামের বাড়িতে ২৪ শতাংশ পরিমাণ জায়গা কিনেছেন।

বর্তমানে তার এই ঠোঙা তৈরীর ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে আয় হয় প্রায় ২০,০০০ টাকা থেকে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত যা দিয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবনের প্রয়োজনাদি মিটিয়েও তিনি সঞ্চয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। সাজিয়া বেগমের দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং সচেতনতা তার প্রাত্যহিক জীবনে এনেছে আমূল পরিবর্তন। আর্থিক স্বচ্ছলতা তাকে যেমন করেছে সচেতন তেমনি অন্যকে করেছে অনুপ্রাণিত। তার অসীম ধৈর্য এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপন ঠোঙা কলোনীর অন্যান্য মানুষের কাছে অনুকরনীয়। তিনি আগের সেই কুঁড়েঘরে আজ আর নেই। তার জায়গায় শোভ পাচ্ছে সেমিপাকা টিনের চালা বসতঘর।

৭ এর পাতার পর

প্রশিক্ষণ

❑ New Program for Noagaon region শীর্ষক কর্মশালা গত ১১.০২.২০১২ইং তারিখে ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল এর কনসালটেন্ট জনাব নাবিউল হক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

❑ Workshop on organizational strategic plan শীর্ষক ০২দিন ব্যাপী অপর এক কর্মশালা ঘাসফুল এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ ও ৭ মার্চ ২০১২ইং। ঘাসফুল এর বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান গণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

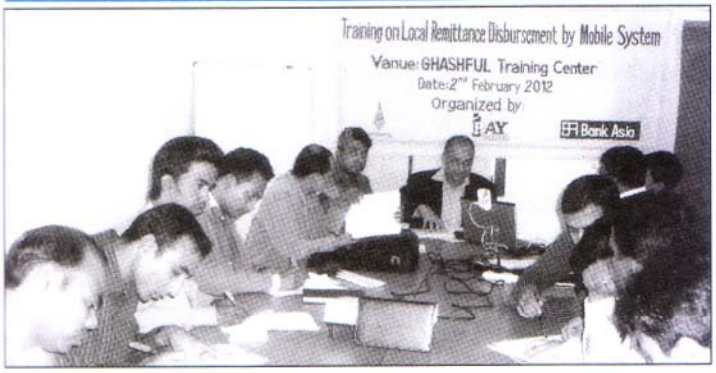

প্রশিক্ষণ ❑ গত ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টার'এ রেমিটেন্স কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "ট্রেনিং অন লোকাল রেমিটেন্স ডিসবার্সম্যান্ট বাই মোবাইল সিস্টেম' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কমসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল আয়োজিত এ কার্যসূচিতে ব্যাংক এশিয়া এবং আই-পে সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

❑ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী Micro Enterprise Management & Lending শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ১৩/০১/২০১২ হতে '১৫/১০/২০১২ তারিখে সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ (স্যাপ) বাংলাদেশ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ঘাসফুল-এর ৫জন শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহণ করেন।

❑ পিকেএসএফ আয়োজিত অপর একটি "তদারকি ও পরিবীক্ষণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গত ৭/০২/২০১২ হতে ০৯/০২/২০১২ তারিখে পিকেএসএফ কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল মনিটরিং ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

❑ "মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড লেন্ডিং" বিষয়ক ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় গত ১০/০২/২০১২ হতে ১২/০২/২০১২ তারিখে ডিকে পাউন্ডেশন কার্যালয়ে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ঘাসফুল-এর ৫জন শাখা ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

❑ সিডিএফ আয়োজিত "ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ১৯/০২/২০১২ হতে ২৩/০২/২০১২ তারিখে সিডিএফ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মধ্যম হালিশহর শাখার শাখা ব্যবস্থাপক অংশগ্রহন করেন।

❑ সিডিএফ আয়োজিত অপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি "হিসাবরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কমূসূচিটি গত ২৫/০৩/২০১২ হতে ২৯/০৩/২০১২ তারিখ সিডিএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়। দেওয়ান বাজার শাখার হিসাব রক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন।

❑ এমআরএ আয়োজিত "বেসিক বুক কিপিং ও একাউন্টিং" বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ২৫/০৩/২০১২ হতে ২৮/০৩/২০১২ তারিখে এনজিও ফোরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের হিসাব ব্যবস্থাপক।

কর্মশালা ❑ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে গত ১৮/০২/২০১২ তারিখে ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে এম.আই এস বিভাগ আয়োজিত পিসি লিংক এর সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় পিসি লিং এর অনলাইন মাইক্রোফিন্যান্স ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার ব্যবহারের সমস্যা ও উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন পিসি লিংকএর টেকনিক্যাল কর্মকর্তা জনাব সফিউল। এছাড়া কর্মশালার শেষাংশে সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়। *বাকী অংশ ৬ এর পাতায়*

হাটহাজারী ও মাদার বাড়ীতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এমনিতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। তদুপরি ঘাসফুল কর্ম এলাকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তি ও কাঁচা বা আধাপাকা কলোনীগুলো। এখানে প্রায়শঃ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয় এবং ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ার দরুন এখানে দমকল বাহিনী সহজে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করতে পারে না। স্থানীয়রা যতদূর সম্ভব সাহায্যে এগিয়ে আসে তাৎক্ষণিকভাবে। ঘাসফুল কর্ম এলাকা হাটহাজারী উপজেলায় (সরকার হাট শাখা) সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডে ঘাসফুল সদস্য পুর্ণিমা নাথ (সদস্য নং-১৫, সমিতি নং- ১০৭), কনিকা নাথ (সদস্য নং-১৪, সমিতি নং- ১০৭) বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রও তারা রক্ষা করতে পারেনি। শুধুমাত্র মানবিক দিক বিবেচনা করে ঘাসফুল নিজস্ব তহবিল হতে ২৭/০৩/২০১২ তারিখে সরকারহাট শাখা কার্যালয়ে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। ত্রান সামগ্রীর মধ্যে হাড়ি, কড়াই, গ্লাস, প্লেট, চামচ, ঝাকা, গামলা, বালতি, মগ, ঝুড়ি প্রভৃতি ত্রাণ সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। উক্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণকালে ঘাসফুল প্রধান ও শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট অফিসার উপস্থিত ছিলেন। অপর একটি অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছিল ঘাসফুল কর্মএলাকা কমান্ডার গলি, মাঝিরঘাট রোড, পূর্বমাদার বাড়ি। ঘাসফুল মাদারবাড়ী শাখা ০২- এর কর্ম এলাকায় সংঘঠিত অগ্নিকান্ড জনিত ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ০৩/০১/২০১২ তারিখে ঘাসফুল নিজস্ব তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রান বিতরন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল প্রধান ও শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তা, এলাকাবাসী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে আঞ্চলিক ও শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে ঘাসফুল সদস্য রেহানা আক্তার ও নদী (সমিতি নং-২৬১) হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেয়া হয়।

৩১ মার্চ ২০১২ পর্যন্ত এক নজরে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

সমিতির সংখ্যা	:	৩২৭৫ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	:	৪৬১৩৪ জন
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ	:	২২৯৩৯১৮৫৩ টাকা
ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	:	৩৫৭৫৫ জন
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	:	৩৬২২১০৯৪০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়	:	৩১৮৯৫৯৭৪৮৫ টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	:	৪৩২৫১১৯১৫ টাকা

ঘাসফুল বার্তা
❑ বর্ষ ১১ ❑ সংখ্যা ১ ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০১২

জৈব জ্বালানী ও সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম সম্প্রসারণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (ইডকল) গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা কমপ্লেক্সে নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির অধীনে নতুন ১০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম ও ২০ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রম'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ও বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি এই মহতী কার্যক্রমে সর্বদা ইডকলের পাশাপাশি থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ইডকলের সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল তার কর্ম এলাকায় জ্বালানী গ্যাস ও বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণের উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে ঘাসফুল'র পক্ষ থেকে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মো. সেলিম অংশ গ্রহণ করেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঘাসফুল'র বেস্ট পারফরমেন্স এওয়ার্ড লাভ

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে এলজিইডি অডিটোরিয়াম (level-2)এ ইনাফি বাংলাদেশ এর আয়োজনে সহযোগি সংস্থা সমূহের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ কল্পে "বেষ্ট পারফরমেন্স এওয়ার্ড সিরমনি ২০১১ এন্ড প্ল্যানিং ওয়ার্কসপ ২০১২" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ইনাফি বাংলাদেশ'এর ১৩টি সহযোগী সংস্থা অংশ গ্রহণ করে। সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিবেচনা করে বেষ্ট এওয়ার্ড পারফরমেন্স পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঘাসফুলের মাদারবাড়ি শাখা-২ এর বীমা সংগঠক এই ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অর্জন করেন। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার ১০জনকে বেষ্ট পারফরমার হিসাবে মনোনীত করা হয়। ইনাফি বাংলাদেশ'র নির্বাহী পরিচালক আতিকুন নবী'র সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মাইমের অর্জন সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন ইনাফি বাংলাদেশ হেড অব অপারেশন এস.এম. এয়াহিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) সভাপতি মিসেস পারভীন মাহমুদ। বিশিষ অতিথি তার বক্তৃতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সঞ্চয় রাখার মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্র জীবন বীমা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সহযোগি সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। এবং ২য় স্থান অধিকার কারী ঘাসফুল মাদারবাড়ি শাখা-২ এর বীমা সংগঠক মনোয়ারা বেগম বিশেষ অতিথি পারভীন মাহমুদের কাছ থেকে নগদ সাত হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ইনাফি বাংলাদেশ চেয়ারম্যান জনাব জাকির হোসেন, তাঁর বক্তব্যে প্রকাশ পায় ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্র জীবন বীমা কর্মসূচি প্রকল্পটি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সর্বসাধারণে জন্য গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

গ্যাস দুষ্প্রাপ্যতা রোধে ঘাসফুলের কার্যক্রম

জৈব জ্বালানী উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের বনজ সম্পদ রক্ষা এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে জৈব জ্বালানী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) সহযোগী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে সারাদেশ ব্যাপী জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও সার কর্মসূচি (এনডিবিএমপি) পরিচালনা করছে। এনডিবিএমপি প্রকল্পের এই পর্যায়ের কর্মসূচি পরিচালনার জন্য গত ২০ জুন ২০১১ তারিখে ইডকল এবং উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল (জানুয়ারি-মার্চ ২০১২) এ সময়ে ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৬টি বায়োগ্যাস প্লান্ট ঘাসফুল কর্ম এলাকায় নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করে। তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ঘাসফুল হালিশহর কর্মএলাকায় ২টি ২.০ ঘনমিটারে আকারের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করে। এছাড়া কালারপোল শাখার পটিয়া উপজেলায় বিভিন্ন আকারের ৮টি, আনোয়ারা উপজেলায় ৪টি, বোয়ালখালী উপজেলায় ১টি, এবং হাটহাজারীর উপজেলায় ১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মিত হয় যার আয়তন ২.৪ ঘনমিটার। প্রকল্প কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন গরুর গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সম্মত জ্বালানী তৈরি হবে অন্যদিকে ব্যবহার্য গোবর ও বিষ্ঠা পরিণত হবে উন্নতমানের সারে। যা জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করবে।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক :
আবু করিম সামিউদ্দিন

সম্পাদকীয়
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েব সাইট : www.ghashful-bd.org